সমকাল

তারিখ: 15 DEC 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক নয়

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

আমিরুল আলম খান
যশোর শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান

সৃজনশীল বাঙালির কেরামতি বহুত। পহেলা হলো, তামাম দুনিয়ায় 'গণটোকাটুকি' শিক্ষাকর্ম আবিষ্কার করে সে বিশ্ব শব্দভাণ্ডারে যোগ করেছিল প্রায় অর্ধশতক আগেই, যখন স্বাধীনতার সূর্য কেবল অরুণ আভা ছড়াচ্ছিল। তারপর ভাষা শিক্ষায় তাদের কেরামতিতে বাঙাল শিশু এখন বহু ভাষী থেকে ভাসা ভাসা ভাষায় কথা বলতে পারে মাত্র। 'টিকমারা বিদ্যা' চালু করে সে দেশের তাবৎ সন্তানকে 'তারকা-পণ্ডিত' বানায়, তাও তিন দশক হয়ে গেল। পরের আবিষ্কার তার 'সৃজনশীলতা'। এ পদ্ধতি এতটাই ধন্বন্তরী বলে প্রমাণিত যে, বাঙাল মুলুকে এখন বাচ্চাকাচ্চাদের কিছু শিখতে হয় না। কিন্তু কোচিং সেন্টারে দৌড়াতে দৌড়াতে তার জান পেরেশান। অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, শিশুর শৈশব, খেলাধুলা, আনন্দ বিনোদন সব চুরি হয়ে গেছে 'কোচিং পণ্ডিতদের' ওস্তাদিতে!

কিন্তু জাতীয় এক দৈনিকে নতুন খবর পড়ে বাংলার মানুষ এখন রুদ্ধবাক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমন আত্মঘাতী শিক্ষা, আইনের কথা ভাবতে পারে তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। দৈনিকটিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 'শিক্ষা আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদে বৈধতা পাচ্ছে কোচিং টিউশনি, সহায়ক বই থাকবে' (প্রথম আলো,৭ ডিসেম্বর ২০১৬) শিরোনামে ছাপা খবরটি যেন জাতির মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সমগ্র জাতি স্তম্ভিত, অসাড়। খসড়া আইনে নোট-গাইড ছাপার অবাধ লাইসেন্স পেতে যাচ্ছে বিদ্যা-বণিকরা। একই সঙ্গে টাকা বানানোর সহজ উপায় কোচিং বাণিজ্যও বৈধতা পাচ্ছে! খোদ উজিরে ইলম নাকি জানেন, এ দেশে কোচিং বাণিজ্যে বছরে কম করেও ৩২ হাজার কোটি টাকা ধান্ধাবাজদের গোলায় জমে। এ খবরে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদরা শুধু বিস্ময়ই প্রকাশ করেননি, প্রকাশ করেছেন তীব্র হতাশা ও ক্ষোভ। প্রথম আলোর অনলাইনে পাঠকদের শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করলেই সে ক্ষোভের মাত্রা খানিক অনুমান করা যায়।

এই খসড়া জাতিকে শুধু হতাশ ও ক্ষুব্ধই করেনি, এমনকি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্যের স্পর্ধা দেখিয়েছে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কড়া সমালোচনা করে স্পষ্টই বলেছেন, 'এত বছর ধরে এগুলো (নোট-গাইড, কোচিং) বন্ধে জাতীয় সংসদ, উচ্চ আদালত, পুলিশ, প্রশাসন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো তাহলে সঠিক ছিল না বলতে হবে' (প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর ২০১৬)।

খসড়ায় নোট-গাইডের অবাধ বাণিজ্যকে 'ছায়া শিক্ষা' নাম দেওয়া হয়েছে। এই 'ভুতুড়ে পদ্ধতির উদ্ভাবক' ঘটিয়েছে বঙ্গ কেরানি-শিরোমণিরা। তাতে শিক্ষা-বণিকরা একটা আইনি বৈধতা পাবে আর দেদার সৃজনশীল ছায়া শিক্ষার নামে নোট-গাইড আর কোচিং বাণিজ্য করবে। লাটে উঠবে বাঙালির শিক্ষাস্বপ্ন। বুঝতে অসুবিধা নেই, এখন থেকে শিক্ষা বলে স্বাধীন বাংলাদেশে আর কিছু থাকবে না, যা থাকবে তা 'শিক্ষার ছায়া' মাত্র! কে বলে বঙ্গ কেরানির রসবোধ নেই!

তারা এবার আঁটসাঁট বেঁধেই শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকেছেন! দুর্বৃত্তায়ন কোন পর্যায়ে পৌছালে সরকার শিক্ষা নিয়ে এমন নষ্টামি করতে পারে? আমাদের উচ্চ আদালত রায় দিয়েছিলেন, অনির্বাচিত কোনো সরকারের হাতে রাষ্ট্র পলকমাত্র নিরাপদ হতে পারে না। তিন বছরে সর্বোচ্চ আদালতের সে রায় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে শেখাচ্ছে, অনির্বাচিতদের হাতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, আইন, রীতি, শিষ্টাচার, জীবন, সম্পদ কতটা অনিরাপদ। সরকার অনির্বাচিত; তাই তার দায় নেই কারও কাছে, আছে যা ইচ্ছা তাই করার মৌরসি পাট্টা!

বাঙালি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। বিরাজনীতির কেরানিশাসিত বাংলাদেশের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাই নাগরিকের মঙ্গল নয়, আমাদের সমস্ত আয়োজন এখন শুধু দুর্বৃত্তকে রক্ষা করা। আমাদের প্রাণের কবি 'দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হান' বলে যতই উচ্চকণ্ঠ হোন না কেন, আমরা কিন্তু ঠিকই ভূতের মতো উল্টোপথে হাঁটছি আর 'দুর্বলেরে হেনে দুর্জনেরে রক্ষা করছি'।

শিক্ষা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। আমাদের ৯৭ ভাগ শিশু নাকি স্কুলে যায়! কিন্তু রাস্তাঘাটে যে বেশুমার টোকাই দেখি, সারাদিন ইট-পাথর ভাঙে, নোংরা কুড়ায়, অটো-লেগুনা-বাস, হোটেল-রেস্তোরাঁয় যে অগুনতি শিশু রাত-দিন খেটে মরে, তারা কি তবে মাত্র তিন শতাংশে পড়ে?

বাঙাল শিশুকে জন্মেই পরীক্ষায় বসতে হয়। প্রথম পরীক্ষা নামিদামি (ইংরেজি) স্কুলে ভর্তির। তারপর প্রতিদিন তার স্কুলে, কোচিং সেন্টারে, বাড়িতে নানা টেস্ট দিতে হয়। পঞ্চম শ্রেণিতে তাকে ঈদ-পূজার মতো উৎসবে মেতে সমাপনী পরীক্ষা নামের নষ্টামিতে হাতেখড়ি দিয়ে গোল্ডেন প্লাসের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হয়। জীবনে তার পরীক্ষা আর শেষ হয় না। জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর কত কত পরীক্ষা! এসব পরীক্ষায় তাদের পাস মেলে সহজেই। তবে কেবল কোচিং সেন্টারে নোট-গাইড ইয়াদ্ করে যে সার্টিফিকেট যে ঘরে তোলে, তাতে ভাত জোটে না। পরীক্ষা বহু রঙের এই বাংলায়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার মতো দুঃস্বপ্ন দ্বিতীয়টি নেই। মিডিয়া তাকে যথার্থ নাম রেখেছে ভর্তিযুদ্ধ! সে যুদ্ধে মহাবীর রুস্তমও ভয় পেতেন। কিন্তু বঙ্গবীর বলে কথা! তারা বীর দর্পে সে যুদ্ধে শামিল হয় লাখে লাখে। মরেও (থুড়ি, ফেল মারে) কাতারে কাতারে! সে যুদ্ধে জিতে দামি সার্টিফিকেট যার ঘর আলো করে, জীবিকার পরীক্ষায় সে গাড্ডা মারে; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা হয়। অবশেষে সে নাম লেখায় মাস্তানিতে, নয়তো কষে ইয়াবা, ফেনসি, হেরোইন ধরে আর ধুঁকে ধুঁকে মরে।

বছরের পহেলা দিনে ছয় থেকে বারো বছরের ঝি-পোলারা উৎসবে মেতে স্কুলে ছোটে নয়া কেতাব খয়রাতি নিতে। মাগনা নতুন বইয়ের সুবাস নেওয়ার আগেই তার ব্যাগ, টেবিল ভরে যায় নগদ দামে কেনা বিদ্যা-বণিকদের দামি মোটা মোটা কেতাবে। শুধু পড়ুয়া নয়, সেসব মোটা দামি সৃজনশীল কেতাব মাই পণ্ডিতের ড্রইংরুম, স্কুলের আলমারির আভিজাত্য ঘোষণা করে। সরকারের কোটি কোটি টাকার মাগনা বই স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছাতে পারে না! তার আগেই সে কেতাব মুদি দোকানে জিরা-মসলা বিক্রির ঠোঙা হয়। বিশ্বাস না হলে ফকির থেকে ধনীর সন্তানের ব্যাগ, টেবিল, স্কুলের আলমারি, পণ্ডিতের ড্রয়িংরুমে অভিযান চালিয়ে দেখতে পারেন।

এর মাজেজা সবাই জানে। সৃজনশীলতায় বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের কোশেশ। ব্লুম সাহেবকে বোকা বানিয়ে বাঙালি পণ্ডিত আর কেরানিরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নকে রাতারাতি সৃজনশীল তকমা এঁটে দিল। কাব্যিক নামে বাঙালি সন্তান সব রবীন্দ্রনাথ হবে! তাতে গণমানুষের শঙ্কা যতই বাড়ুক, জয়ধ্বনি তুলল বণিককুল। তারা ফাঁকফোকরের সন্ধান জেনে এতটাই সৃজনশীল হয়ে উঠল যে, বাংলাবাজার থেকে দেশের দুর্গমতম গ্রামেও এখন সৃজনশীল গাইডের বন্যা। কিন্তু ফাঁড়া একটা কাটছিল না কিছুতেই। কর্তারা ১৯৮০ সালে এক সেনাশাসকের করা আইনের ফাঁদে মাঝে মধ্যেই আটকে যাচ্ছিলেন। সে সেনাশাসক আইন করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সবধরনের নোট-গাইড প্রকাশ, বিক্রি ও মজুদ নিষিদ্ধ করে গেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ তা শুধু বহালই নয়, তার গিরা আরও শক্ত করে বাঁধতে গিয়েছিল। তর্জনগর্জনও ছিল বিস্তর। তাতে মেজাজ চড়ে বিদ্যা-বণিকদের। কিন্তু অসারের তর্জন-গর্জন যে কত অসার আর কোন তাবিজে তা খামোশ করা যায় তা তারা ভালোই জানে। তাদের ক্ষোভ আর তদবিরে শিক্ষা আইনে 'ছায়া শিক্ষা' নামক ভৌতিক আবিষ্কার নাকি আইনে রূপ নিতে যাচ্ছে। এলেমের জিম্মাদার 'আইন সেল' তাতে মঞ্জুর তকমা লাগাতে পাঠাচ্ছে উজিরসভায়। কানুনের লম্বা-ঠেঙে এক কেরানি সে খসড়ার যে মাহাত্ম্য গণমাধ্যমকে ফরমিয়েছেন, তাতে এ মহৎকর্ম এতটাই ফ্রিডম ভোগ করবে যে, সরকারের কোনো অনুমতি চাওয়ারও দরকার পড়বে না বিদ্যা-বাণিজ্যের সওদাগরদের! রাস্তাঘাটে, ফেরিতে এখন নোট-গাইডের দেদার ধান্ধাবাজি জায়েজ হবে, শিক্ষার ধন্বন্তরী হবে কোচিং সেন্টার। এতদিনে বাংলার শিক্ষা নামক তোতা পাখি আসল আজাদি হাসিল করতে যাচ্ছে। শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক মারার সঙ্গে সঙ্গে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্যের রাজনৈতিক-অর্থনীতিও খানিক আলগা হলো বটে।

amirulkhan7@gmail.com